

বন্দনা

শাহ মুহম্মদ সগীর

কবি-পরিচিতি | শাহ মুহম্মদ সগীর আনুমানিক ১৪-১৫ শতকের কবি। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনিই প্রাচীনতম। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৩-১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কাব্যের রাজবন্দনায় 'মহামতি গ্যেছ' বলে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বলে অনুমিত। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কতিপয় শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করে মুহম্মদ এনামুল হক তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে বিবেচনা করেছেন। শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর ইউসুফ জোলেখা কাব্যে দেশি ভাষায় ধর্মীয় উপাখ্যান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন, তবে কাব্যে ধর্মীয় পটভূমি থাকলেও তা হয়ে উঠেছে মানবিক প্রেমোপাখ্যান।

দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ মাও বাপ পাএ ।
যান দয়া হস্তে জনা হৈল বসুধায় ॥
পিঁপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত ।
কোল দিআ বুক দিআ জগতে বিদিত ॥
অশক্য আছিলুঁ মুই দুর্বল ছাবাল ।
তান দয়া হস্তে হৈল এ ধড় বিশাল ॥
না খাই খাওয়াএ পিতা না পরি পরাএ ।
কত দুক্ষে একে একে বছর গোঞাএ ॥
পিতাক নেহায় জিউ জীবন যৌবন ।
কনে বা সুধিব তান ধারক কাহন ॥
ওস্তাদে প্রণাম করোঁ গিতা হস্তে বাড় ।
দোসর-জনম দিলা তিহ সে আন্ধার ॥
আন্ধা পুরবাসী আছ জথ পৌরজন ।
ইষ্ট মিত্র আদি জথ সভাসদগণ ।
তান সভান পদে মোহার বহুল ভকতি ।
সপুটে প্রণাম মোহার মনোরথ গতি ॥
মুহম্মদ সগীর হীন বহোঁ পাপ ভার ।
সভানক পদে দোয়া মাগোঁ বার বার ।

শব্দার্থ ও টীকা

পুরবাসী- নগরবাসী। বন্দনা- স্তুতি, প্রশংসা। করৌ- করি। যান- যার। হস্তে- হতে, থেকে। থুইলা- রাখল। অশক্য- অশক্ত, দুর্বল। আছিলা- ছিলাম। মুই- আমি। ছাবাল- ছাওয়াল, ছেলে, সন্তান। তান- তাঁর। গোঙাও- গুজরান করে, অতিবাহিত করে। পিতাক- পিতাকে। নেহায়- স্নেহে। বিদিত- জানা। মনোরথ- ইচ্ছা, অভিলাষ। জিউ- আয়ু, জীবিত থাকা। কনে- কখনও। ধারক- ধারের, ঋণের। কাহন- মোলোপণ, টাকা।

বাড়- বাড়ি, বেশি। দোসর- দ্বিতীয়। মোহার- আমার। সপুটে- করজোড়ে। সভান- সবার। সভানক- সবার। বসুধায়- পৃথিবীতে। তিহ- তিনিও। আন্কার- আমার। বিদিত- জানা। মনোরথ- ইচ্ছা, অভিলাষ। পিপড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত- মায়ের স্নেহ মমতার তুলনা নেই। মায়ের সদাজাত কল্যাণদৃষ্টি সন্তানের জীবনপথের পাথেয় স্বরূপ। শিশুকে মা বহু যত্নে লালন-পালন করেন। পিপড়ার ভয়ে মা সন্তানকে মাটিতে রাখেনি-এই কথা উল্লেখ করে কবি মায়ের সেই স্নেহ মমতা ও কল্যাণ দৃষ্টিকেই বড় করে তুলেছেন। অশক্য আছিলা মুই দুর্বল ছাবাল- এখানে কবি মানব শিশুর শৈশবকালীন অসহায় অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মায়ের আদর-যত্ন ও পরিচর্যা লাভ করে শিশু ধীরে ধীরে পরিণত মানুষ হয়ে উঠে। কবি তাঁর স্নেহময়ী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই পঙ্ক্তিটি ব্যবহার করেছেন।

পাঠ-পরিচিতি :

শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা কাব্যের বন্দনা পর্ব থেকে গৃহীত এই কবিতাংশ 'বন্দনা' নামে সংকলিত হয়েছে। 'বন্দনা' পর্ব যথেষ্ট বড়, এখানে শুধু গুরুজনদের প্রতি বন্দনার অংশটুকু স্থান পেয়েছে। কবি তাঁর মূল কাব্যের প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। সংকলিত এই কবিতাংশে জন্মদাতা পিতামাতার ও জ্ঞানদাতা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পিতামাতা অশেষ দুঃখকষ্ট স্বীকার করে পরম যত্নে সন্তানকে বড় করে তোলেন। শিক্ষক জ্ঞানদান করে তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। তাই তাঁদের প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। কবি তাঁর কাব্য রচনায় সাফল্য লাভের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন। শ্রদ্ধাবোধ ও কৃতজ্ঞতা মনুষ্যত্বের প্রধান ধর্ম। কবিতাংশে তা-ই প্রকাশিত হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কীসের ভয়ে মা সন্তানকে মাটিতে রাখেননি?

- ক. ঠাণ্ডা
- খ. পিপড়া
- গ. পোকা
- ঘ. মশক

২. 'না খাই খাওয়াএ পিতা'—এ চরণে প্রকাশ পেয়েছে —

- i. অপত্যস্নেহ
- ii. সন্তান বাৎসল্য
- iii. উদারতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার লাভ করে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন। হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ছুটে যান শৈশবের বিদ্যাপীঠে, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন তাঁর দীক্ষাগুরুদের, যাঁদের কাছে তিনি হাতেখড়ি নিয়েছিলেন।

৩। উদ্দীপকের অমর্ত্য সেন-এর মাঝে 'বন্দনা' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

- ক. স্মৃতিকাতরতা
- খ. স্বদেশপ্রেম
- গ. গুরুভক্তি
- ঘ. স্বজাত্যবোধ

৪। তাঁর এহেন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে নিচের কোন চরণে?

- ক. ইষ্ট মিত্র আদি জথ সভাসদগণ
- খ. দোসর জনম দিলা তিহ সে আক্ষার
- গ. যান দয়া হস্তে জন্ম হৈল বসুধায়
- ঘ. কোল দিআ বুক দিআ জগতে বিদিত

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বায়েজিদ বোস্তামির মা এক রাতে পানি খেতে চান। ঘরে পানি না থাকায় তা বাহির থেকে সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। পানির পাত্র হাতে বায়েজিদ সারারাত মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকেন, যাতে ঘুম থেকে জাগলেই মাকে পানি দিতে পারেন। মা যেন পিপাসায় কষ্ট না পান।

ক. 'বন্দনা' কবিতায় পিতার চেয়েও কাকে বেশি শ্রদ্ধা দেখাতে বলা হয়েছে?

খ. 'দোসর জন্ম' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের বায়েজিদের মাঝে 'বন্দনা' কবিতার যে দিক প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "প্রকাশিত দিকটিই 'বন্দনা' কবিতার একমাত্র দিক নয়" – মন্তব্যটির পক্ষে তোমার যুক্তি দাও।